

NOTE SHEET

141/WBHRCS/SM/17


18-04-2017

Enclosed is the news item clipping of the Pratidin, a Bengali daily dated 17.04.2017, the news is captioned "হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে মৃত রোগী"

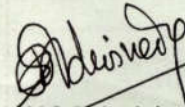
Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to submit a detailed report about the incident within 31st May, 2017.



(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson



(Napanarajit Mukherjee)
Member



(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.17-04-2017.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

Upload in website and a copy of the order be communicated to the concerned newspaper.

DD

141/WBHRCS/SM/17

হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে মৃত রোগী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট : প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন রোগী। গায়ে হাত না দিয়েই তাঁকে অন্যত্র 'রেফার' করলেন চিকিৎসক। অভিযোগ, বারবার ওই রোগীকে চিকিৎসা করতে বললেও সে কথায় কান দেননি ডাক্তার। বরং তিনি জানিয়ে দেন, "এখানে চিকিৎসার বন্দোবস্ত নেই। আরজিকরে যান।" কোনওরকম শুশ্রূষা না পেয়ে হাসপাতালের বেডেই শ্বাস উঠে মারা গেলেন আবদুল খালেক (৬০)। রবিবার এই ঘটনার পর টানা দু'ঘণ্টা হাসপাতাল ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘেরাও করে রাখা হয় অভিযুক্ত চিকিৎসককেও। হাডোয়া থানার আটঘাড়া গ্রামে বাড়ি আবদুলের। রবিবার দুপুরে প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাডোয়া ব্লক হাসপাতালে আসেন আবদুল। ওই সময় হাসপাতালে রাউন্ডে ছিলেন চিকিৎসক

মাহিনুর বৈদ্য। আবদুলকে দূর থেকে দেখেই তিনি বলেন, "এখানে হবে না। ওঁকে কলকাতার আরজিকরে নিয়ে যান।" এদিকে শ্বাসকষ্টে তখন আবদুলের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে। চোখ আঁতে আঁতে নীল হয়ে আসছিল। আবদুলের পড়শি রিনা খাতুন এসেছিলেন হাসপাতালে। তাঁর অভিযোগ, "বারবার আমরা চিকিৎসককে বলি রোগীকে দেখার জন্য। কিন্তু সে কথায় উনি কান দেননি। অক্সিজেন দিলে হয়তো রোগী বেঁচে যেতেন।" চিকিৎসা না পেয়ে ব্লক হাসপাতালের বেডে শুয়েই ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়েন আবদুল। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রামবাসীরা হাসপাতাল ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হাডোয়া থানার পুলিশ। রোগী পরিবারকে আশ্বস্ত করে ক্লোভ সামাল দেয়।